গল্প সংগ্রহ

সংকলন ও সম্পাদনা
বারিদবরণ ঘোষ

সুবর্ণরেখা

অবতরণিকা

আমার বড়ো দাদা ও মেজো দাদা—রমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর উৎসাহে ও প্রযত্নে আমাদের বাড়ি থেকে ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। পিতৃদেব তখন বর্তমান। হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে আসীন। এ প্রচেষ্টায় তাঁরও সক্রিয় সহানুভূতি থাকে। প্রথম দিকে যুগ্ম-সম্পাদক থাকেন, ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার। পরে একা বিজয়বাবুই সম্পাদক থাকেন। আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি নিয়ে এ-কাজে মেতে উঠি। ...ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের ...বাংলার শিক্ষক ...কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী ...পরে অধ্যাপক হন। তিনিও 'বঙ্গবাণী' পরিচালনার কাজে যোগ দেন ও প্রভূত সাহায্য করেন। পত্রিকা প্রকাশের বছর দুই পরে পিতৃদেবের তিরোধান হয়।

এই সংক্ষিপ্ত সমাচারটি লিখেছেন স্বয়ং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (দ্রষ্টব্য, শরৎচন্দ্র-প্রসঙ্গ, 'পথের দাবী'র প্রকাশন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ়, ১৩৯৭, পৃ. ২১-২২)। বলাবাহুল্য উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সন্তান এবং পরে শরৎচন্দ্র-ঘনিষ্ঠ ও নিষ্ঠিত ভ্রামণিক।

বলাবাহুল্য, 'বঙ্গবাণী' একটি পারিবারিক পত্রিকা এবং এর পরিচালনায় এই পরিবারের নির্দেশই সম্ভবত শেষকথা ছিল। কিন্তু পরিবারটি বৃহত্তর পরিবারে প্রসারিত হয়ে গেছিল তাঁদের পারিবারিক সাহিত্যবোধ এবং রসময়তার কারণে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই লেখা হয়েছিল—'আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল এই পত্রিকাকে কোনো দল বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্র করিব না। সকল শ্রেণির চিন্তাশীল সুলেখকদিগকে স্বাধীনভাবে তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিব।' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী থেকে অনুমান করা যায় তাঁদের এই লক্ষ্যপূরণ হয়েছিল। মাত্র ছ-বছরের আয়ুষ্কালে এই পত্রিকা একটি শ্রেষ্ঠ মাসিকে পরিণত হয়েছিল। আমাদের মনে আছে এই সময়ে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, নারায়ণ প্রভৃতি পত্রিকা যথেষ্ট সরব ছিল। এরই মধ্যে 'বঙ্গবাণী' তার এবং বঙ্গের বাণীকে প্রচারিত করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রতি মাসের বাংলা তারিখে প্রকাশিত এই পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যাটি কিন্তু 'কুৎসিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা'র জন্যই প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছিল।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথের 'বাণী বিনিময়' কবিতাটি নিয়ে 'বঙ্গবাণী'র প্রথম সংখ্যাটির আত্মপ্রকাশ। গান ও কবিতা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কিছু চিঠিপত্র, ভাষণ জাতীয় রচনাই এখানে প্রকাশ পায়। কোনো গল্প তিনি এতে লেখেননি। নানান ধরনের রচনার মধ্যে কবিতার পর ছোটোগল্পই অধিক সংখ্যায়

সূচিপত্র

পরির পরিচয় ১৫
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভাগীর স্বর্গ ১৯
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক ফোঁটা গল্প ২৮
বনফুল

জীবনের দান ২৯
শ্রীমণীশ ঘটক

হেমের মূর্খতা ৩১
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা! ৪৩
শ্রীনরেন্দ্র দেব

ঋণ-শোধ ৫৯
শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

গাঁয়ের ডাক্তার ৬১
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

হিন্দু মুসলমান ফ্যাক্ট ৭২
শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

আপেল ৮০
শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

টোটা ৮৪
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভাঙা বাঁশি ৯৪
শ্রীএস্ ওয়াজেদ আলি

মণিমালার সুখ ১০৭
শ্রীসুনীতি দেবী

পুত্র স্নেহ ১১১
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

জীবনের বসন্ত ১২০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

হরিশ খুড়ো ১২৭
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শেষের দিক ১৩১
শ্রীধীরাজকুমার ভট্টাচার্য

সোনার ফুল ১৪০
শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

পূজার তত্ত্ব ১৫৯
শ্রীসরোজকুমারী দেবী

পরিত্রাণ ১৮১
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

স্বপ্নজাল ১৮৯
শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

সিরাজির পেয়ালা ১৯৭
শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

অম্ল-শূল ২২১
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তেল সিঁদুর ২২৯
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যুরে কে মনে রাখে—? ২৪৭
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সূর্যমতী ২৬৪
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সুখের ব্যথা ২৭২
শ্রীশান্তা দেবী

দুটি সরাই ২৮৪
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গুরুমন্ত্র ২৮৭
শ্রীমন্দাক্রান্তা দেবী

আলেয়া ২৯৭
শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচার ৩০২
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

মিথ্যে খবর ৩১০
শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

কেষ্টর মা ৩১৭
শ্রীসজনীকান্ত দাস

নদীর কুহক ৩২৫
শ্রীগোপাল হালদার

নৌকা-বিহার ৩৩০
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মহিলা-সমিতি ৩৩৩
শ্রীপ্রমীলা সেন

চোর ৩৩৮
শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ

নিয়তি ৩৪২
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

দেউসির দিনে ৩৪৮
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ক্ষেতুলাট ৩৫৩
শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

গৌরী ৩৬১
শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

দাবানল ৩৬৬
'অজানা'

নীল শাড়ি ৩৭০
শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শেষ-মুহূর্তে ৩৭৬
শ্রীআভাময়ী রায়চৌধুরাণী

পূজারী ৩৯৬
শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায়শ্চিত্ত ৪০৪
শ্রীবীণাপাণি রায়

মালার বাঁধন ৪১৪
শ্রীবরদা দত্ত

রামধনিয়া ৪২৩
শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী

দ্বারের বাহিরে ৪২৮
শ্রীমতী অনিমা চৌধুরী

অদৃষ্ট ৪৪৭
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

• • •

পরির পরিচয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশ বিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বললে, 'বাহ্লীক রাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।'

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বললে, 'গান্ধার রাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গ লাবণ্য ফেটে পড়চে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ আর ধরে না।'

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বললে, 'কম্বাজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোর বেলাকার দিগন্ত-রেখাটির মতো তার বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।'

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগল, পুথি থেকে চোখ তুলল না।

রাজা বললে, 'এর কারণ? ডাক দেখি মন্ত্রীপুত্রকে।'

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বললে, 'তুমি তো আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বলো, বিবাহে তার মন নেই কেন?'

মন্ত্রীর পুত্র বললে, 'মহারাজ যখন থেকে তোমার ছেলে পরিস্থানের কাহিনি শুনেচে সে অবধি তার কামনা সে পরি বিয়ে করবে।'

॥ ২ ॥

রাজার হুকুম হল পরিস্থান কোথায় খবর চাই।

বড়ো বড়ো পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুথি আছে তারা সব খুলে দেখলে। মাথা নেড়ে বললে, 'পুথির কোনো পাতায় পরিস্থানের কোনো ইশারা মেলে না।'

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। তারা বললে, সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপ ঘুরলেম, —এলা দ্বীপে, মরীচ দ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েচি মলয় দ্বীপে চন্দন আনতে, মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েচি কৈলাসে দেবদারুবনে, কোথাও পরিস্থানের কোনো ঠিকানা পাইনি।

রাজা বললে, 'ডাক মন্ত্রীর পুত্রকে।'

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'পরিস্থানের কাহিনি রাজপুত্র কার কাছে শুনেচে?'

মন্ত্রীর পুত্র বললে, 'সেই যে আছে নবীন পাগলা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়—শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারই কাছে পরিস্থানের গল্প শোনে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা ডাক তাকে।'

নবীন পাগলা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'পরিস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে?'

সে বললে, 'সেখানে আমি তো সদাই যাওয়া আসা করি।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় সে জায়গা?'

পাগলা বললে, 'তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক সরোবরের ধারে।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, 'সেইখানে পরি দেখা যায়?'

পাগলা বললে, 'দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো- কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি তাদের চেন কী উপায়ে?'

পাগলা বললে, 'কখনও বা একটা সুর শুনে, কখনও বা একটা আলো দেখে।'

রাজা বিরক্ত হয়ে বললে, 'এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি, একে তাড়িয়ে দাও।'

॥ ৩ ॥

পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।

ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষ ফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেচে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় যাচ্চ?'

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেচে কাম্যক সরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে, 'উদাস ঝোরা।' সেই ঝরনার তলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচি পাতা উঠেছিল তাদের রং ঘন হয়ে আসে, আর ঝরা ফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, 'আজ পাব দেখা।'

॥ ৪ ॥

তখনই ঘোড়ায় চড়ে কাম্যক সরোবরের তীর বেয়ে চলল, পৌঁছোলো কাম্যক সরোবরের ধারে। দ্যাখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষ ফুল পরেচে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, 'তোমার ওই কানের শিরীষ ফুলটি আমাকে দেবে?'

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী? ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে

চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কীসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেমে এল—ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, 'এই নাও।'

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোন্ পরি আমাকে সত্য করে বল।'

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিন মেঘের আচমকা বৃষ্টির মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাবল, 'স্বপ্ন বুঝি ফলল—এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।'

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে, বললে, 'এসো।'

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহু কুহু কুহু কুহু।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার নাম কী?'

সে বললে, 'আমার নাম কাজরী।'

উদাস ঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, 'এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।'

সে বললে, 'আমরা বনের মেয়ে, আমরা তো ছদ্মবেশ জানি নে।'

রাজপুত্র বললে, 'আমি যে তোমার পরির মূর্তি দেখতে চাই।'

পরির মূর্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, 'এর হাসির সুর এই ঝরনার সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরি।'

॥ ৫ ॥

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরির বিয়ে হয়েচে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, 'এ সব কেন?'

রাজপুত্র বললে, 'তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।'

তখন তার চোখ ছলছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েচে; আর মনে পড়ল তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনচে, আর গুন গুন করে গান গাইচে।

সে বললে, 'না, আমি যাব না।'

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল, বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামামা,—ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপড়ে বললে, 'এ কেমনতর পরি?'